

তৃতীয় অধ্যায়

মিলের পদ্ধতি বা আরোহী পদ্ধতি (Mill's Method or Inductive Methods)

জগতে যে ঘটনাগুলি ঘটে তা প্রায়ই বিশৃঙ্খল, ক্রমহীন। জাগতিক ঘটনাগুলি বিশৃঙ্খল হলেও তার মধ্যে প্রকৃতির এক অলক্ষ্য একরূপতা (uniformity) লক্ষ্য করা যায়। এই একরূপতার ওপর নির্ভর করে আমরা ঘটনাগুলির মধ্যে একটা ক্রম (order) আনার চেষ্টা করি, ঘটনাবলীর মধ্যে এই কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য আমরা প্রাথমিকভাবে অবৈজ্ঞানিক আরোহ পদ্ধতি বা অপূর্ণ গণনামূলক আরোহ পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করে থাকি। কিন্তু অপূর্ণ গণনামূলক আরোহ অনুমান ক্রটিপূর্ণ হওয়াতে এক সঠিক আরোহী পদ্ধতি হিসাবে বৈজ্ঞানিক আরোহমূলক পদ্ধতির সূত্রপাত হয়। Bacon প্রথম এই বৈজ্ঞানিক আরোহ পদ্ধতির প্রবর্তন করলেও পরবর্তীকালে J. S. Mill এই পদ্ধতিগুলিকে সুসংবদ্ধভাবে প্রকাশ করেন। এই কারণেই এই আরোহ পদ্ধতিগুলিকে মিলের পদ্ধতি (Mill's Methods) বলা হয়।

এই আরোহী পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়। আর যেহেতু ঘটনাবলীকে পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষণের মাধ্যমেই আমরা কার্য-কারণ সম্পর্কে নির্ণয় করি তাই পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণকেই আরোহ অনুমানের ভিত্তি বলা হয়। কিন্তু যেভাবে আমরা পর্যবেক্ষণ করি, সেখানেও প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষণই করা হয়। এর কারণ পরীক্ষণের কাজ হল বর্ণনামূলক বা অপসারণমূলক (The function of experiment is eliminative)। দুটি ঘটনার মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যা প্রয়োজনীয় নয় তাকে সহজেই পরীক্ষণের সাহায্যে বাদ দেওয়া যায়। মিলের এই পদ্ধতিগুলিকে পরীক্ষণমূলক অনুসন্ধান পদ্ধতিও (Methods of Experimental Enquiry) বলা হয়। পদ্ধতিগুলি আলোচনা করলে দেখব এগুলি প্রকৃতপক্ষে অপসারণমূলক, কারণ কতকগুলি অপনয় সূত্রের (rules for elimination) ওপর আরোহ পদ্ধতি নির্ভর করে। তাই মিলের পদ্ধতিতে পরীক্ষণের মাধ্যমে কার্য বা কারণের অপ্রয়োজনীয় অংশ অপসারণ করা হয় বলে মিলের পদ্ধতি পরীক্ষণমূলক (Experimental)। এই পদ্ধতিগুলি কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার বা প্রমাণ করবার জন্য অনুসন্ধানের সাহায্য নেয়। প্রাথমিকভাবে কোন্ কার্যের কী কারণ বা কোন্ কারণ থেকে কী কার্য ঘটছে এই অনুসন্ধান দিয়ে শুরু করে তারপর পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষণের সাহায্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। এই কারণেই পদ্ধতিগুলিকে অনুসন্ধান (Method of Enquiry) পদ্ধতি বলা হয়েছে।

অতএব মিলের এই পদ্ধতিগুলোর দ্বারা পরীক্ষণের (বা পর্যবেক্ষণের) সাহায্যে ঘটনাবলীর মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক আবিষ্কার ও প্রমাণ করা হয় বলে এই পদ্ধতিগুলিকে পরীক্ষণমূলক অনুসন্ধান পদ্ধতি (Mill's Methods of Experimental Enquiry) বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (Scientific Method) বা সংক্ষেপে আরোহী পদ্ধতি (Inductive Method) বলা হয়।

মিল এই পদ্ধতিগুলিকে নিজে 'Canon' বলে উল্লেখ করেছেন। 'Canon' কথার অর্থ হল 'প্রামাণ্য সূত্র'। যে নিয়মের ওপর ভিত্তি করে বা নির্ভর করে অন্য কোনো কিছুর প্রমাণ বা প্রতিষ্ঠা করা হয় তাকে 'প্রামাণ্য সূত্র' বা Canon বলে। মিলের পদ্ধতিগুলিকে এই অর্থেই 'Canon' বলা হয় যেহেতু এই সূত্রের ওপর নির্ভর করেই যে কোনো আরোহমূলক সিদ্ধান্ত গঠন করা যায়।

মিল 'Cannon' হিসাবে পাঁচটি পদ্ধতির কথা বলেছেন। সেগুলি হল—

- (১) অম্বয়ী পদ্ধতি (Method of Agreement)
- (২) ব্যতিরেকী পদ্ধতি (Method of Difference)
- (৩) অম্বয়ী ব্যতিরেকী বা সংযুক্ত পদ্ধতি (Method of Agreement and Difference)
- (৪) সহপরিবর্তন পদ্ধতি (Method of Concomitant Variation)
- (৫) পরিশেষ পদ্ধতি (Method of Residues)

এই পদ্ধতিগুলির মধ্যে অম্বয়ী ও ব্যতিরেকী পদ্ধতি মূল পদ্ধতি। বাকীগুলি এই দুই পদ্ধতিরই প্রকারভেদ। আমরা আগেই বলেছি পদ্ধতিগুলি অপসারণমূলক বলেই পরীক্ষণমূলক যেহেতু পরীক্ষণের কাজ অপসারণ করা।

অপসারণ হল একটি পদ্ধতি। সংজ্ঞা হিসাবে বলা যায়—যে পদ্ধতির দ্বারা আলোচ্য বিষয়ের সাথে যুক্ত নয় এমন ঘটনাকে (অর্থাৎ কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের সঙ্গে আদর্শেই যুক্ত নয় এমন ঘটনাকে বা ঘটনার অংশকে বা এক কথায় অপ্রাসঙ্গিক বিষয়কে বাদ দেওয়া হয় তাকে অপসারণের পদ্ধতি (Method of Elimination) বলা হয়। আর যে নিয়মের বা সূত্রের ওপর এই অপসারণ পদ্ধতি নির্ভর করে তাকে অপসারণের সূত্র (Rules of Elimination) বলা হয়।

অপসারণের সূত্র

অপসারণের এই সূত্রগুলি আসলে কারণের সংজ্ঞা থেকে নিঃসৃত হয়। কারণ হল পর্যাপ্ত আবশ্যিক শর্ত, কারণের এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থেকেই নীচের চারটি অপসারণের সূত্র পাওয়া যায়—

(ক) যদি দুটি ঘটনার মধ্যে প্রথম ঘটনাটি ঘটলেও দ্বিতীয় ঘটনাটি না ঘটে তাহলে প্রথম ঘটনা দ্বিতীয় ঘটনার কারণ নয় (বা কারণের অংশ নয়)। অর্থাৎ A এবং B দুটো ঘটনার মধ্যে A ঘটলে যদি B না ঘটে তাহলে A, B-এর কারণ নয় বা অন্যভাবে B, A-র কার্য নয়।

অম্বয়ী পদ্ধতির মূল ভিত্তি হল অপসারণের এই প্রথম সূত্রটি।

(খ) যদি দুটো ঘটনার মধ্যে প্রথম ঘটনাটি না ঘটলেও দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে তাহলে প্রথম ঘটনা দ্বিতীয় ঘটনার কারণ নয় (বা কারণের অংশ নয়) বা দ্বিতীয় ঘটনা প্রথম ঘটনার কার্য নয়।

অর্থাৎ A না ঘটলেও B ঘটে তাহলে A, B-এর কারণ নয় বা অন্যভাবে B, A-র কার্য নয়।

ব্যতিরেকী পদ্ধতি এই দ্বিতীয় অপসারণের সূত্রের ওপর নির্ভর করে কার্য-কারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে।

(গ) দুটি ঘটনা যদি এমন হয় যে প্রথমটির হ্রাস-বৃদ্ধি হলেও দ্বিতীয়টির হ্রাস-বৃদ্ধি হচ্ছে না তাহলে ঐ দুটি ঘটনার মধ্যে কোনো কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই।

অর্থাৎ A ও B-র মধ্যে, A-র যদি হ্রাস-বৃদ্ধি হয় কিন্তু B অপরিবর্তিত থাকে (বা B-র হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে A-র পরিবর্তন হয় না) তাহলে A ও B-র মধ্যে কোনো কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই।

সহ-পরিবর্তন পদ্ধতি এই তৃতীয় সূত্রের ওপর নির্ভর করে।

(ঘ) কোনো একটি ঘটনা যদি অপর ঘটনার কারণ হয় তাহলে ঐ ঘটনাটি অন্য কোনো ঘটনার বা কার্যের কারণ হতে পারবে না।

অর্থাৎ A যদি B-এর কারণ হয় তাহলে A, C বা D-র কারণ হতে পারবে না।

পরিশেষ পদ্ধতির ভিত্তি স্বরূপ হল এই চতুর্থ সূত্রটি।

দেখা গেল, এই চারটি নিয়মেই 'কোনটি কারণ নয়'—সে কথাই বলছে, তাই এরা বর্জনের সূত্র (Principle of elimination)।

এবার মিলের পদ্ধতিগুলি আলোচনা করা হল—

অম্বয়ী পদ্ধতি (Method of Agreement)

সংজ্ঞা (Definition)

যদি আলোচ্য ঘটনার দুই বা ততোধিক দৃষ্টান্তে কেবল একটিমাত্র অবস্থা সমভাবে উপস্থিত থাকে তাহলে কেবলমাত্র যে অবস্থাটির জন্য দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে মিল দেখা যায়, সেই ঘটনাটি আলোচ্য ঘটনার কারণ (বা কার্য)। (If two or more instances of the phenomenon under investigation have only one circumstance in common, the circumstance in which alone all the instances agree is the cause (or effect) of the given phenomenon)।

সংজ্ঞার ব্যাখ্যা (Explanation of the definition)

যে ঘটনাটির কার্য বা কারণ নির্ণয় করতে যাওয়া হচ্ছে তাকে বলা হয় আলোচ্য ঘটনা (Phenomenon under investigation)। কোনো ঘটনার কারণ নির্ণয় করতে গেলে আলোচ্য ঘটনাটি উপস্থিত আছে এমন কতকগুলি দৃষ্টান্ত আগে গ্রহণ করতে হবে। আলোচ্য ঘটনা উপস্থিত—এমন দৃষ্টান্তকে বলা হয় সদর্থক দৃষ্টান্ত (positive instance)—এরকম কতকগুলি সদর্থক দৃষ্টান্ত নিয়ে দেখা গেল প্রতিটি দৃষ্টান্তের অনুবর্তী ঘটনা হিসাবে আরও কতকগুলি ঘটনা উপস্থিত। এখন দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে যেখানে যেখানেই আলোচ্য ঘটনাটি উপস্থিত, সেখানে সেখানেই অনুবর্তী ঘটনা (বা অবস্থা) গুলির মধ্যে যদি একটি ঘটনা বা অবস্থা সাধারণভাবে প্রতিটি দৃষ্টান্তেই উপস্থিত থাকে তাহলে আলোচ্য ঘটনা এবং অনুবর্তী ঘটনা হিসাবে ঐ সাধারণভাবে উপস্থিত ঘটনার একত্র উপস্থিতি বা সবকটি দৃষ্টান্তে তাদের সহ উপস্থিতি (co-presence) দেখে সিদ্ধান্ত করা হয় আলোচ্য ঘটনাটি ঐ ঘটনাটির কারণ বা কার্য অর্থাৎ তাদের মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে।

এই ব্যাখ্যার থেকে বোঝা যাচ্ছে ঘটনাবলীর মধ্যে যে যে বৈশিষ্ট্য থাকলে অম্বয়ী পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় তা হল—

বৈশিষ্ট্য (Characteristics)

- (i) এখানে দৃষ্টান্তের সংখ্যা সব সময়ই দুই-এর অধিক হতে হবে।
- (ii) দৃষ্টান্তগুলিকে সর্বদাই সদর্থক দৃষ্টান্ত হতে হবে।
- (iii) ঘটনাগুলিকে পূর্ববর্তী এবং অনুবর্তী ঘটনা হিসাবে লক্ষ্য করতে হবে।
- (iv) এখানে প্রতিটি দৃষ্টান্তেই দুটি ঘটনার সহ-উপস্থিতি (co-presence) লক্ষ্য করা হয়।
- (v) এখানে পূর্ববর্তী এবং অনুবর্তী ঘটনাগুলির সাথে আলোচ্য কার্য বা কারণ ছাড়াও অন্যান্য ঘটনার উপস্থিতি দেখানো হয়, কারণ প্রকৃতিতে কোনো ঘটনাই বিচ্ছিন্নভাবে ঘটে না, সঙ্গে অন্যান্য সহগামী ঘটনা থাকেই।

(vi) আনুষঙ্গিক ঘটনা অর্থাৎ অন্যান্য যে ঘটনাগুলির জন্য দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে মিল নেই সেই ঘটনাগুলি সবকটি দৃষ্টান্তেই পরিবর্তনশীল।

অম্বয় পদ্ধতির সাংকেতিক রূপের মধ্য দিয়ে এই বৈশিষ্ট্যগুলি বোঝা যাবে। নীচে অম্বয়ী পদ্ধতির সাংকেতিক রূপ দেওয়া হল—

কার্য থেকে কারণ অনুসন্ধান (Finding Cause from Effect)

সাংকেতিক আকার (Symbolic form)

পূর্ববর্তী	অনুবর্তী
(1) A B C	a b c
(2) A D E	a d e
(3) A E F	a e f

∴ A হল a-র কারণ

আকারের ব্যাখ্যা (Explanation of the form)

এখানে ইংরাজী বড় হাতের অক্ষর (Capital letter) A দিয়ে কারণ বোঝানো হয়েছে আর ছোটো হাতের অক্ষর (Small letter) 'a' দিয়ে কার্য বোঝানো হয়েছে। তিনটি দৃষ্টান্তে B C D E F হল কারণের (A) সঙ্গে সঙ্গে থাকা আনুষঙ্গিক ঘটনা এবং একইভাবে b, c, d, e, f হল কার্যের সঙ্গে একই সাথে উপস্থিত থাকা আনুষঙ্গিক ঘটনা। দেখা যাচ্ছে প্রতিটি দৃষ্টান্তে এই আনুষঙ্গিক ঘটনাবলীর পরিবর্তন ঘটছে। যেমন—

প্রথম দৃষ্টান্তে BC আছে, দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে BC নেই কিন্তু DE আছে। কিন্তু আনুষঙ্গিক ঘটনার প্রতিটি দৃষ্টান্তে পরিবর্তন হলেও একটি ঘটনা 'A' প্রতিটি দৃষ্টান্তেই উপস্থিত আছে। এখন 'a'-কে যদি আমরা আলোচ্য ঘটনা হিসাবে ধরি (যেহেতু a কার্যের কারণ নির্ণয় করতে যাচ্ছি), তাহলে দেখা যাবে দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে যখনই পূর্ববর্তী ঘটনা হিসাবে A ঘটছে তখনই a ঘটনাটি অপরিবর্তনীয়ভাবে উপস্থিত থাকছে যদিও আনুষঙ্গিক ঘটনাগুলির (BCD....) পরিবর্তন হচ্ছে। অর্থাৎ আলোচ্য ঘটনা a এবং পূর্ববর্তী ঘটনা A তিনটি দৃষ্টান্তে এদের একত্র উপস্থিতি বা সহ-উপস্থিতি একথাই বলতে চাইছে যে, যেখানে যেখানেই আলোচ্য ঘটনা বা a কার্যটি থাকে সেখানেই তার পূর্ববর্তী ঘটনা হিসাবে A কার্যটি থাকে। আর কারণ যেহেতু কার্যের পূর্ববর্তী এবং অপরিবর্তনীয় ঘটনা তাই A হল a-র কারণ।

বাস্তব উদাহরণ—(কারণ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে)

মাথায় টাক পড়ে যাওয়া একটি সমস্যা। এর কারণ খুঁজে বার করতে হবে। কয়েকজন টাকওয়ালা লোক নিয়ে কারণ অনুসন্ধান করা হল। এখানে 'টাক পড়া' হল আলোচ্য ঘটনা যেহেতু তার কারণ আমরা খুঁজতে চাইছি। টাক আছে এমন দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে অন্যান্য ঘটনাও সহ-ঘটনা হিসাবে উপস্থিত আছে যেমন চামড়া খসখসে হয়ে যাওয়া, খিটখিটে হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। কিন্তু যাদের টাক আছে তাদের কারো মধ্যে এই লক্ষণগুলি আছে, কারোর মধ্যে নেই। এখন পরবর্তী ঘটনা হিসাবে দেখা গেল, প্রথম দৃষ্টান্তে একজনের হজমে গুণ্ণগোল আছে, মাথায় খুসকি আছে, সে নোনা জল ব্যবহার করে—তার টাক আছে এবং চামড়া খসখসে। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে অপর একজনের হজমে গুণ্ণগোল আছে, অসম্ভব মাথার পরিশ্রম করে, চুলে তেল দেয় না, তার টাক আছে এবং সে খিটখিটে। তনৎ দৃষ্টান্তে তৃতীয় জনের হজমের গুণ্ণগোল আছে, মাথায় খুসকি আছে, চুলে জল দেয় না—তার টাক আছে এবং মাথায় ফুসকুড়ি আছে। এখন তিনটি দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গেল, যেখানে যেখানেই 'টাক পড়া' ঘটনাটি আছে সেখানে সেখানেই পূর্ববর্তী ঘটনা হিসাবে 'হজমের গুণ্ণগোল' সাধারণভাবে উপস্থিত আছে, যদিও আনুষঙ্গিক ঘটনাগুলির (নোনা জল ব্যবহার, চুলে তেল না দেওয়া ইত্যাদি) পরিবর্তন হয়েছে। অতএব আলোচ্য ঘটনা 'টাক পড়া' উপস্থিত আছে এমন কয়েকটি দৃষ্টান্তে কেবল একটিমাত্র

অবস্থা অর্থাৎ 'হজমের গণ্ডগোল' সাধারণভাবে উপস্থিত দেখে, এবং কেবলমাত্র এই ঘটনাটির জন্য সবকটি দৃষ্টান্তে মিল দেখে (যদিও অন্যান্য পরিবর্তনশীল ঘটনাগুলির দিক থেকে দৃষ্টান্তগুলির অমিল) সিদ্ধান্ত করা হল 'হজমের গণ্ডগোল' নামক ঘটনাটির সঙ্গে 'টাক পড়া' নামক ঘটনাটির কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে, অর্থাৎ এক্ষেত্রে হজমের গণ্ডগোল হল টাক পড়ার কারণ।

সাংকেতিক রূপের নিবেশন দৃষ্টান্ত হিসাবে উদাহরণটিকে দেখানো যেতে পারে।

দৃষ্টান্ত	পূর্ববর্তী ঘটনা	অনুবর্তী ঘটনা
(1) পাঁচুবাবু—	হজমের গণ্ডগোল, মাথায় খুসকি, নোনা জল ব্যবহার।	টাকপড়া, চামড়া খসখসে
(2) নুটুবাবু—	হজমের গণ্ডগোল, মাথার পরিশ্রম, চূলে তেল না দেওয়া।	টাকপড়া, খিটখিটে স্বভাব।
(3) বটুবাবু—	হজমের গণ্ডগোল মাথার খুসকি, চূলে তেল না দেওয়া।	টাকপড়া, মাথায় ফুসকুরি।

∴ হজমের গণ্ডগোল হল টাক পড়ার কারণ।

একইভাবে কারণ থেকে কার্যকেও অনুমান করা যায়।

কারণ থেকে কার্য অনুসন্ধান (Finding Effect from Cause)

সাংকেতিক আকার (Symbolic form)

পূর্ববর্তী	অনুবর্তী
ABC	abc
ADE	ade
AGH	agh

∴ a হল A-র কার্য

আকারের ব্যাখ্যা

এখানে আলোচ্য ঘটনা হল A, কারণ আমরা A-র কার্য কী—তা বার করতে চাইছি। এই তিনটি সদর্খক দৃষ্টান্ত নিয়ে (আলোচ্য ঘটনা A উপস্থিত আছে এমন দৃষ্টান্ত নিয়ে) দেখা গেল আলোচ্য ঘটনাটি (A) প্রতিটি দৃষ্টান্তেই উপস্থিত আছে এবং তার সঙ্গে অনুবর্তী ঘটনা হিসাবে a ঘটনাটি উপস্থিত আছে। আলোচ্য ঘটনা (A)-র সঙ্গে আনুষঙ্গিক ঘটনাও (BCDE ইত্যাদি) উপস্থিত, কিন্তু সেগুলি প্রতিটি দৃষ্টান্তেই পরিবর্তনশীল অর্থাৎ কোনোটাতে আছে, কোনোটাতে নেই। প্রথম দৃষ্টান্তে b c, A-র অনুবর্তী হিসাবে থাকলেও দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে নেই, আবার de দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে A-র অনুবর্তী থাকলেও প্রথম দৃষ্টান্তে নেই। সুতরাং b, c, d, e ইত্যাদি কখনও A-র কার্য হতে পারে না। সুতরাং আলোচ্য ঘটনা A-র সঙ্গে অনুবর্তী a-সমভাবে উপস্থিত থাকার জন্য, এদের সহ উপস্থিতি লক্ষ্য করে সিদ্ধান্ত করা হল a হল A-র কার্য।

বাস্তব উদাহরণ—কার্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে (Concrete Example—finding the effect)

ধরা যাক, বায়ু দূষণ হল কারণ, তার ফল বা কার্য বার করতে হবে। বায়ুদূষণ আছে এমন কয়েকটি জায়গা নেওয়া হল। যেমন—শিয়ালদহ, বরাহনগর, চেতলা ইত্যাদি। দেখা গেল শিয়ালদহে বায়ুদূষণ

আছে, সেখানকার লোকেদের শ্বাসকষ্ট আছে, মাথাধরা আছে, শিশুদের অস্থিরমতি আছে ইত্যাদি। বরাহনগরে বায়ুদূষণ আছে, সেখানকার লোকেদের শ্বাসকষ্ট, হজমের গণ্ডগোল, চোখের দৃষ্টি কম ইত্যাদি আছে। চেতলায় দেখা গেল বায়ুদূষণ আছে, পাশাপাশি ওখানকার লোকেদের শ্বাসকষ্ট, শিশুদের একগুঁয়েমি, হজমের গণ্ডগোল ইত্যাদি আছে। দেখা যাচ্ছে যেখানে যেখানে বায়ু দূষণ আছে সেখানে সেখানে তার ফলস্বরূপ অনেকগুলি ঘটনাই ঘটছে, কিন্তু প্রতিটি দৃষ্টান্তেই বায়ুদূষণের সাথে সাধারণভাবে 'শ্বাসকষ্ট' নামক ঘটনাটি উপস্থিত আছে। যদিও শ্বাসকষ্টের সাথে ফলস্বরূপ অন্যান্য বা আনুষঙ্গিক ঘটনাগুলিও (যেমন—শিশুদের একগুঁয়েমি, মাথাধরা, হজমের গণ্ডগোল ইত্যাদি) উপস্থিত আছে কিন্তু সেগুলি পরিবর্তনশীল, অর্থাৎ কোনো দৃষ্টান্তে আছে কোনো দৃষ্টান্তে নেই। অতএব আলোচ্য ঘটনা 'বায়ুদূষণ' উপস্থিত আছে এমন কয়েকটি দৃষ্টান্তে অপর একটি ঘটনাকে (শ্বাসকষ্টকে) সাধারণভাবে উপস্থিত থাকতে দেখে, অর্থাৎ 'বায়ুদূষণ' ও 'শ্বাসকষ্ট'র মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে দেখে, সিদ্ধান্ত করা হল যে বায়ুদূষণের কার্য হল শ্বাসকষ্ট।

কারণ থেকে কার্যের যে সাংকেতিক রূপ দেখানো হয়েছে, বাস্তব উদাহরণটিকে তার নিবেশন দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখালে, নীচের সারণীটি পাওয়া যাবে।

দৃষ্টান্ত	পূর্ববর্তী ঘটনা	অনুবর্তী ঘটনা
(1) শিয়ালদহ—	বায়ুদূষণ, ঘিঞ্জি বস্তি, অতিরিক্ত গাড়ী চলাচল	শ্বাসকষ্ট, মাথার যন্ত্রণা রুম্ফ চেহারা
(2) বরাহনগর—	বায়ুদূষণ, নোংরা নর্দমা অতিরিক্ত জনবসতি	শ্বাসকষ্ট, হজমে গণ্ডগোল, চোখের দৃষ্টি কম।
(3) চেতলা—	বায়ুদূষণ, আদি গঙ্গার দূষিত জল, বস্তি	শ্বাসকষ্ট, একগুঁয়েমি, পেটের গণ্ডগোল

∴ বায়ু দূষণের কার্য বা ফল হল শ্বাসকষ্ট।

অস্বয়ী পদ্ধতির সুবিধা (Facilities of Method of Agreement)

(1) অস্বয়ী পদ্ধতি পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি। এই পদ্ধতি বিভিন্ন দৃষ্টান্তের মধ্যে কেবলমাত্র একটি ব্যাপারে মিল আর বাকী সব ব্যাপারে অমিল পর্যবেক্ষণ করে। দুটো ঘটনার মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করে প্রকৃতিতে এমন এমন ঘটনার কার্য-কারণ নির্ণয় করতে হয় যেখানে পরীক্ষণ আদৌ সম্ভব হয় না, যেমন—ঝড়, ভূমিকম্প, বন্যা, খরা, গ্রহণ ইত্যাদি। তাই এসব প্রাকৃতিক বড় ঘটনাগুলির কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অস্বয়ী পদ্ধতি খুবই কার্যকরী।

(2) অস্বয়ী পদ্ধতির সাহায্যে আমরা কার্য থেকে কারণ যেমন অনুমান করতে পারি তেমনি কারণ থেকে কার্য অনুমান করতে পারি। এই উভয়মুখী অনুমান যে সম্ভব তা Mill প্রদত্ত অস্বয়ী পদ্ধতির সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায়। সংজ্ঞায় 'Phenomenon' বা 'Circumstance' শব্দগুলির দ্বারা ঘটনাকেই বোঝানো হয়েছে। Mill সম্ভবত শব্দ দুটিকে দুটি অর্থে ব্যবহার করেছেন। এখানে ঘটনা বলতে কার্য অথবা কারণ দুটোকেই বুঝিয়েছেন। 'ঘটনা' যখন 'কার্য' অর্থে বুঝি তখন আমাদের ঘটনা বলতে কার্য অথবা কারণ দুটোকেই বুঝিয়েছেন। 'ঘটনা' যখন 'কার্য' অর্থে বুঝি তখন আমাদের লক্ষ্য কারণ নির্ণয় করা, অর্থাৎ আমরা পূর্ববর্তী অবস্থার অনুসন্ধান করব। যেহেতু কারণ-কার্যের পূর্ববর্তী। আবার 'ঘটনা' বলতে যখন 'কারণ' অর্থ বোঝানো হয় তখন আমরা অনুবর্তী ঘটনার অনুসন্ধান করব।

যেহেতু কার্য কারণের অনুবর্তী। সুতরাং অস্বয়ী পদ্ধতিতে কার্য থেকে কারণ এবং কারণ থেকে কার্য উভয় অনুমানই সম্ভব। তাই তার প্রয়োগ ক্ষেত্র ব্যাপক।

(3) যেখানে পরীক্ষণের সাহায্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা যায় না, সেখানে অস্বয়ী পদ্ধতি খুবই উপকারে আসে, যেহেতু এই পদ্ধতি পর্যবেক্ষণমূলক।

(4) এই পদ্ধতির সবচেয়ে বড় গুণ হল কার্য-কারণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে যা কারণ নয় বা যা কার্য নয় তাকে বাদ দিতে অস্বয়ী পদ্ধতির কোনো বিকল্প নেই। আমরা আগেই দেখেছি Mill-এর পদ্ধতিগুলি অপসারণের সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। অপসারণের প্রথম সূত্রের ওপর অস্বয়ী পদ্ধতি নির্ভর করে।

(i) যখন কারণ থেকে কার্যকে অনুমান করা হয় তখন অপসারণ সূত্র দিয়ে যা কার্য নয় অর্থাৎ অ-কার্য তাকে অপসারণ করা যায়। যা কার্য নয় এমন ঘটনাকে অপসারণ করতে গেলে যে সূত্রটি দরকার তা হল—যদি A ঘটলে B না ঘটে তাহলে B, A-এর কার্য নয়। কারণ থেকে কার্য অনুসন্ধানের যে সামগ্রিক রূপ দেখানো হয়েছে সেখানে এ সূত্রের প্রয়োগ খুব ভালোভাবে বোঝা যাবে (সাংকেতিক রূপটি লক্ষ্য করে)। এখানে bcdefg ইত্যাদি A-র কার্য নয়, কারণ A ঘটলেও bcde.... ইত্যাদি নাও ঘটতে পারে। যেমন, দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে A ঘটলেও bc ঘটেনি, আবার প্রথম দৃষ্টান্তে A ঘটলেও de ঘটেনি ইত্যাদি। সুতরাং একটি ঘটনা ঘটলেও আর একটি ঘটনা যদি না ঘটে তাহলে দ্বিতীয় ঘটনাটি প্রথম ঘটনার কার্য নয়—এই সূত্রের ওপর নির্ভর করেই নির্ভুলভাবে bcdefg ইত্যাদিকে অ-কার্য হিসাবে বাদ দেওয়া হল। আবার—

(ii) যখন কার্য থেকে কারণ অনুমান করা হয় তখন অ-কারণ যে অপসারণের সূত্র দিয়ে বাদ দেওয়া যায় তা হল—যদি A না ঘটলে B ঘটে তাহলে A, B-এর কারণ নয়। কার্য থেকে কারণ অনুসন্ধানের যে সাংকেতিক রূপ দেওয়া হয়েছে সেখানে এই সূত্রটির প্রয়োগ খুব ভালোভাবেই দেখানো হয়েছে। সাংকেতিক রূপের দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে BC ঘটেনি, তাও a ঘটেছে, তাই BC, a-এর কারণ নয়। আবার প্রথম দৃষ্টান্তে DE ঘটেনি, তাও a ঘটেছে, তাই DE, a-র কারণ নয়। এইভাবে BCDE ইত্যাদিকে অ-কারণ হিসাবে বাদ দেওয়া গেছে। এই জন্যই বলা হয়েছে যা অ-কার্য বা অ-কারণ তাকে বাদ দিতে অস্বয়ী পদ্ধতি খুবই জরুরি।

(5) আরোহ অনুমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে স্তর 'প্রকল্প', তা অস্বয়ী পদ্ধতির সাহায্যেই গঠন করা হয়। প্রকল্প হল, সিদ্ধান্ত সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে, প্রথমে দুটি ঘটনার সমভাবে উপস্থিতি দেখে, তাদের মধ্যে আনুমানিক একটি কার্য-কারণ সম্পর্ক ধারণা করা হয়। তারপর সেই প্রকল্পকে কার্য-কারণ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু প্রকল্প গঠনের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজটি অস্বয়ী পদ্ধতির সাহায্যেই সম্ভব।

অস্বয়ী পদ্ধতির সীমা (Limitations of method of Agreement)

(1) কেবলমাত্র দুটি ঘটনার একত্র উপস্থিতি দেখে এখানে যেহেতু কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা হয় সেহেতু এখানে প্রথম ঘটনাটি অর্থাৎ কারণ বা কার্য যেটি নির্ণয় করার কথা, সেটি চোখের আড়ালে থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। যেমন—কোনো ভদ্রলোকের মাতলামির কারণ নির্ণয় করতে হবে। দেখা গেল পরপর তিন দিনই ভদ্রলোক অন্যান্য খাবার (যা পরিবর্তনশীল) খেলেও রোজই তার সাথে স্কচ (যা অপরিবর্তনীয়) খেয়েছে। সুতরাং 'স্কচ খাওয়া', এবং 'মাতলামির' মধ্যে সহ উপস্থিতি দেখে অস্বয়ী পদ্ধতির সাহায্যে সিদ্ধান্ত করা হলো—স্কচই হল মাতলামির কারণ। কিন্তু এখানে এমন হতে পারে যে তৃতীয় একটি ঘটনা 'সোডা' যা স্কচের সঙ্গে মেশানো হয়, সেই সোডাই মাতলামির প্রকৃত কারণ। স্কচ

হল সহকারী কারণ। সুতরাং এখানে যেহেতু খুব সহজভাবেই কয়েকটি দৃষ্টান্তে দুটি ঘটনার একত্র উপস্থিতি দেখেই কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা হয় সেহেতু এখানে একটি সহকারী ঘটনাকে প্রকৃত কারণ হিসাবে গণ্য করার সম্ভাবনা থেকেই যায়।

(2) মিল তাঁর পদ্ধতিগুলিকে আবিষ্কারের পদ্ধতি ও প্রমাণের পদ্ধতি হিসাবে দাবি করেছেন—কিন্তু অস্থায়ী পদ্ধতি আবিষ্কারের পদ্ধতি নয়। কোনো একটি ঘটনাকে কারণ বলতে গেলে তার সম্বন্ধে পূর্ব থেকেই একটি ধারণা থাকা দরকার। ধরা যাক, বাগানের ফুলগাছগুলির মরে যাওয়ার কারণ বার করতে হবে। কয়েকটি বাগানের দৃষ্টান্ত নিয়ে দেখা গেল বাগানের মাটি, ফুল গাছের বৈচিত্র্য, ফুলগাছের সংখ্যা, রোদ, জল ইত্যাদি সব কারণগুলিই প্রতিটি দৃষ্টান্তে কখনও আছে, কখনও নেই। কিন্তু একটি ঘটনা প্রতিটি দৃষ্টান্তেই সাধারণভাবে উপস্থিত থাকতে দেখা যাচ্ছে—যে রাতের বেলা তাপমাত্রা খুব বেশি কমে যাচ্ছে। আমরা জানি তাপমাত্রার তারতম্য ফুল গাছের ওপর ক্রিয়া করে। অতএব তাপমাত্রা কমে যাওয়াই হল ফুলগাছ মরে যাওয়ার কারণ।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, হঠাৎ ‘তাপমাত্রা কমে যাওয়া’ ঘটনাটিকেই আমরা প্রতিটি দৃষ্টান্তে লক্ষ্য করলাম কেন? আরও অনেক সাধারণ ঘটনাও তো লক্ষ্য করতে পারতাম। তার মানে আমাদের পূর্ব থেকেই একটা ধারণা ছিল যে তাপমাত্রার সঙ্গে ফুলগাছের একটা সম্পর্ক আছে। আর ‘পূর্ব থেকে ধারণা’ কথার অর্থ হল—‘প্রকল্প’। সুতরাং বলা যেতে পারে অস্থায়ী পদ্ধতি প্রকল্প গঠন করে না বরং প্রকল্পের ওপর নির্ভর করে কার্য-কারণ নির্ণয় করে। তাহলে অস্থায়ী পদ্ধতি কারণ আবিষ্কার করে—একথা বলা যায় না। ‘আবিষ্কার করা’ মানে খুঁজে বার করা। কিন্তু আগে থেকেই কারণ সম্বন্ধে একটা ধারণা গঠন করে নিয়ে যেহেতু অস্থায়ী পদ্ধতি এগোয় সেহেতু অস্থায়ী পদ্ধতি কারণ বা কার্য আবিষ্কার করে একথা বলা যায় না।

(3) অস্থায়ী পদ্ধতিতে দৃষ্টান্তগুলিকে বিশ্লেষণ করে তার অংশগুলির মধ্যে কোন্ অংশটি কার্য বা কারণের সাথে যুক্ত তা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃতি আমাদের কাছে ঘটনাবলীকে এমন বিচ্ছিন্নভাবে উপহার দেয় না। আসলে সামগ্রিক ঘটনাটিকে চিন্তাধারার সাহায্যে বিশ্লেষণ করে তারপর তার অংশগুলি বার করা হয় এবং কোন্ অংশের সঙ্গে কোন্ অংশের কার্য-কারণ সম্পর্ক আছে তা অস্থায়ী পদ্ধতি নির্ণয় করে। সুতরাং অস্থায়ী পদ্ধতি প্রয়োগের পূর্ব শর্ত হল—সামগ্রিক ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ। অতএব এই সঠিক বিশ্লেষণের জন্য আর একটি পদ্ধতির প্রয়োজন। সুতরাং বলা যেতে পারে অস্থায়ী পদ্ধতি অপর একটি পদ্ধতির অপেক্ষা রাখে।

(4) অস্থায়ী পদ্ধতি আবিষ্কারের পদ্ধতি তো নয়ই, প্রমাণের পদ্ধতিও নয়। কয়েকটি দৃষ্টান্তে একটি ঘটনাকে অপরিবর্তনীয়ভাবে অপর ঘটনার সাথে উপস্থিত থাকতে দেখে তাদের মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করা হল। কিন্তু ওই কটি দৃষ্টান্ত ছাড়াও যে আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে, সেখানে এই সম্পর্ক কী প্রমাণ করা যাবে? আসলে কয়েকটি দৃষ্টান্তে দুটি ঘটনায় সরাসরি সংযোগ প্রত্যক্ষ করে ঘটনা দুটির মধ্যে একটা অপরিবর্তনীয় সংযোগের কথা চিন্তা করি। কিন্তু সীমিত সংখ্যক দৃষ্টান্তে দুটি ঘটনার মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকলে তা অসীম সংখ্যক দৃষ্টান্তেও যে সেই দুটি ঘটনার মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকবে তার প্রমাণ কী?

(5) অস্থায়ী পদ্ধতি কখনই একটি সুদৃঢ় প্রমাণের পদ্ধতি (Watertight proof) হতে পারে না। কারণ অস্থায়ী পদ্ধতিতে বহু কারণবাদের সম্ভাবনা থেকেই যায়। Mill নিজেই বহু কারণবাদ বিশ্বাস করেছেন। বহু কারণবাদ অনুযায়ী একই কার্য একাধিক কারণের দ্বারা উৎপন্ন হতে পারে। সুতরাং অস্থায়ী পদ্ধতির সাহায্যে কোনো কার্যের যে কারণ নির্ণয় করা হল সেই কার্যটি যে ভবিষ্যতে অন্য কারণের দ্বারা উৎপন্ন হবে না তার প্রমাণ কোথায়?

(6) অস্বয়ী পদ্ধতি কোনো কার্যের যে কারণ নির্ণয় করে, সেই কারণটি যে কার্যটির আবশ্যিক শর্তের সমাহার হবে এমন কোনো নিশ্চয়তা (guarantee) নেই। কারণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় আমরা দেখেছি কারণ হল পর্যাপ্ত আবশ্যিক শর্ত, অর্থাৎ কারণ হবে আবশ্যিক শর্তসমূহের সমষ্টি। কিন্তু অস্বয়ী পদ্ধতি ঘটনাকে বিশ্লেষণ করে একটি নির্দিষ্ট শর্তকে কারণ হিসাবে চিহ্নিত করে।

(7) অস্বয়ী পদ্ধতি যেহেতু মূলত পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি তাই পর্যবেক্ষণের দোষ অস্বয়ী পদ্ধতির মধ্যেও দেখা যায়, অর্থাৎ অস্বয়ী পদ্ধতিও অ-পর্যবেক্ষণ দোষে দুষ্ট হতে পারে। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কোনো সিদ্ধান্তে আসলে আমরা কখনই নিশ্চিত হতে পারি না যে আমরা সবকটি প্রয়োজনীয় দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করেছি। অস্বয়ী পদ্ধতিও পর্যবেক্ষণের উপর নির্ভর করে কয়েকটি দৃষ্টান্তে দুটি ঘটনার মধ্যে মিল দেখে ঘটনা দুটির মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করে। কিন্তু প্রয়োজনীয় সবকটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ সম্ভব নাও হতে পারে ফলে এই পদ্ধতিও অ-পর্যবেক্ষণ দোষে দুষ্ট (Fallacy of non-observation) হতে পারে।

(8) তাছাড়া, অস্বয়ী পদ্ধতি কারণ (Cause) এবং সহাবস্থানের (Co-existence) মধ্যে অনেক সময় পার্থক্য করতে পারে না। দুটি ঘটনাকে পাশাপাশি বা একত্রে অবস্থান করতে দেখলেই যে তাদের মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকবে এমন কোনো কথা নেই, যেমন—যে সব রোগীরা হাঁপানি রোগে ভোগেন তাঁরা রাত্রে ঘুমোতে পারেন না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে হাঁপানি রোগের কারণ নিদ্রাহীনতা। আসলে এই দুটি ঘটনা সহাবস্থান করে মাত্র। ঘটনা দুটির কারণ হল ফুসফুস (lungs)-এর সংক্রমণ (infection)।

অস্বয়ী পদ্ধতির গুরুত্ব (Importance of Method of Agreement)

সব কিছুরই যেমন একটা ভালো-মন্দ দিক আছে, দেখা গেল অস্বয়ী পদ্ধতিরও তেমনি ভালো-মন্দ দুটো দিকই আছে। কিন্তু অস্বয়ী পদ্ধতির ত্রুটিগুলি কখনই তার গুরুত্বকে নষ্ট করে না। তর্কবিজ্ঞানী Cohen-এর মতে, অস্বয়ী পদ্ধতি আবিষ্কারের পদ্ধতি হিসাবে অপ্রয়োজনীয় এবং পরীক্ষণের পদ্ধতি হিসাবে দোষ যুক্ত। কিন্তু তাও এর একটা সীমিত গুরুত্ব আছে। এখানে গুরুত্ব বলতে অপসারণের পদ্ধতি হিসাবে অস্বয়ী পদ্ধতির গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে যা আমরা আগেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

তাছাড়া আমাদের ব্যবহারিক জীবনে কিংবা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে অস্বয়ী পদ্ধতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যে কোনো ক্ষেত্রে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে অস্বয়ী পদ্ধতির ওপরই নির্ভর করে থাকি।

অস্বয়ী পদ্ধতি ও অপূর্ণ গণনামূলক আরোহ অনুমানের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Method of Agreement and Induction per simple Enumeration)

অস্বয়ী পদ্ধতিতে আমরা আলোচ্য ঘটনাটি উপস্থিত আছে এমন কয়েকটি দৃষ্টান্তে, অনুবর্তী ঘটনার কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের সঙ্গে মিল দেখে, আলোচ্য ঘটনাটির সঙ্গে ঐ বিষয়ের কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করি। অপূর্ণ গণনামূলক আরোহ অনুমানেও আমরা প্রায় একই উপায়ে সিদ্ধান্ত স্থাপন করি। যেমন—একটি উদাহরণ দিলে বোঝা যাবে—

- (1) রজনীগন্ধা সাদা—সেটি সুগন্ধি
গন্ধরাজ সাদা—সেটি সুগন্ধি

বেলফুল সাদা—সেটি সুগন্ধি

জুইফুল সাদা—সেটি সুগন্ধি।

∴ সব সাদা ফুলই সুগন্ধ যুক্ত।

এটি অপূর্ণ গণনামূলক আরোহ অনুমানের উদাহরণ।

(2) রজনীগন্ধা সাদা, সারা বছর ফোটে, গাছটি ঘাস শ্রেণীর, ফুলে সুগন্ধ আছে।

গন্ধরাজ সাদা, গরমকালে ফোটে, বড় গাছ, ফুলে সুগন্ধ আছে।

জুই ফুল সাদা, গরমকালে ফোটে, লতানো গাছ, ফুলে সুগন্ধ আছে।

∴ ফুলের শ্বেতত্বই ফুলের সুগন্ধের কারণ।

এটি অস্থায়ী পদ্ধতির উদাহরণ। এই দুটি উদাহরণ প্রায় একরকম দেখতে হলেও প্রকৃতপক্ষে এই দুটি উদাহরণের মধ্যে পার্থক্য আছে। তার কারণ অস্থায়ী পদ্ধতি ও অপূর্ণ গণনামূলক পদ্ধতি আপাতদৃষ্টিতে একরকম মনে হলেও এই দুটি পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য আছে।

(1) অস্থায়ী পদ্ধতি সর্বদাই দুটি ঘটনার মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করে, কিন্তু অপূর্ণ গণনামূলক আরোহ অনুমান দুটি ঘটনার মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় ছাড়াও দুটি ঘটনার সহাবস্থান নির্ণয় করে।

(2) অস্থায়ী পদ্ধতি দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে দুটি ঘটনার মিল প্রত্যক্ষ করে ঠিকই, কিন্তু অন্যান্য ঘটনাগুলির দিক থেকে অমিলও প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু অপূর্ণ গণনামূলক আরোহ অনুমান দৃষ্টান্তগুলির কেবলমাত্র ঘটনা দুটির মিলই প্রত্যক্ষ করে, অমিলগুলোর দিকে লক্ষ্যই করে না। যেমন—অস্থায়ী পদ্ধতির ওপরের উদাহরণে—প্রত্যেকটি দৃষ্টান্তে সাদা ফুলের দিক থেকে মিল দেখলেও, অন্যান্য ঘটনাগুলির (যেমন গরমকালে ফোটা ফুল, লতানো গাছ, ঘাস শ্রেণী ইত্যাদি) দিক দিয়ে অমিলও লক্ষ্য করা হয়েছে। কিন্তু অপূর্ণ গণনামূলক আরোহ অনুমান দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে কেবলমাত্র ঘটনার মিলই প্রত্যক্ষ করে। যেমন—উপরের উদাহরণে প্রত্যেকটি দৃষ্টান্তে, শুধুমাত্র ফুলগুলির ‘সাদা রং’ এবং ‘সুগন্ধ’ এই ঘটনা দুটির মধ্যে কেবলমাত্র মিলই প্রত্যক্ষ করা হয়েছে।

(3) অস্থায়ী পদ্ধতি অ-কারণ বা অ-কার্য অপসারণের জন্য অপসারণের সূত্রের ওপর নির্ভর করে। কিন্তু অপূর্ণ গণনামূলক আরোহ অনুমান দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে যেহেতু কোনো বৈসাদৃশ্য বিচার করে না, সেহেতু বৈসাদৃশ্যের বিষয়গুলি যে কারণ নয়, তা অপসারণ করার কথা ভাবেও না। অ-কারণ অপসারণের কোনো ব্যাপারই নেই। এ কারণেই অপূর্ণ গণনামূলক আরোহ অনুমান অপসারণের সূত্রের ওপর নির্ভর করে না।

নীচে অস্থায়ী পদ্ধতির আরও কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল—

(1) যে কজনই ডিসপিরিন ট্যাবলেট খেয়েছে, সকলের মাথা ধরা সেরেছে। অতএব ডিসপিরিন খাওয়াই মাথা ধরা ভালো হবার কারণ।

(2) সমীক্ষায় দেখা গেছে যারাই এ্যানিমাল প্রোটিন বেশি খায় তাদের রক্তে ইউরিক অ্যাসিড বেশি। সুতরাং এ্যানিম্যাল প্রোটিনই রক্তে ইউরিক অ্যাসিড বাড়ায়।

(3) যে সব দেশে শিক্ষার হার কম, সে সব দেশেই সমাজবিরোধীর সংখ্যা বেশি। অতএব শিক্ষার কম হারই সমাজবিরোধীর সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ।

(4) যে সব মেয়েরা বিশ্বসুন্দরী হয়, তারাই পরবর্তী সময়ে সিনেমায় নামে। সুতরাং বিশ্বসুন্দরী হওয়া সিনেমায় নামার কারণ।